সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪১১
WEEKLY BOOKLET:411

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا

শানে হাসনাইনে কারীমাইন এবং আশুরার ফযিলত

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর দুটি বয়ানের সমষ্টি

শফকতে মুস্তফা মারহাবা! মারহাবা! ০৪
নবী দৌহিত্রের ইবাদত ০৮
আশুরার দিনটি কিভাবে কাটাবেন...? ১০
আশুরার খয়রাতের বরকত ১৭

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا

শানে হাসনাইনে কারীমাইন এবং আশুরার ফযিলত[১]

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই পুস্তিকা **'শানে হাসানাইনে কারীমাঈন এবং আশুরার ফযিলত'** পড়বে বা শুনবে, তাকে সাহাবা ও আহলে বাইতের আশিক বানিয়ে দাও এবং তার বাবা-মা ও পরিবারসহ তাকে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ নসীব করো।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফ না পড়ার পরিণতি

হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার সামনে আমার আলোচনা করা হলো, কিন্তু সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না।

(তিরমিযী, ৫/৩২১, হাদিস: ৩৫৫৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. ৬ থেকে ১০ মুহররম শরীফ ১৪৪৫ হিজরি মোতাবেক ২৪ ও ২৮ জুলাই ২০২৩-এ দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচি পাকিস্তানে মাদানী মুযাকারার আগে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইতের মাঝে হওয়া আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ২টি বয়ান লিখিত আকারে প্রয়োজন সাপেক্ষে সংশোধন এবং সংযোজনও করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মর্যাদা

প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি যখন (রাসূলের দৌহিত্র হযরত ইমাম) হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-কে দেখতাম, তখন আমার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যেত। একদিন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বাইরে তাশরীফ আনলেন, আমাকে মসজিদে দেখলেন, আমার হাত ধরলেন, আমি সাথে চলতে লাগলাম। হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার সাথে কোনো কথা বললেন না, যতক্ষণ না আমরা বনু কাইনুকা'র বাজারে প্রবেশ করলাম এবং তারপর সেখান থেকে ফিরে এলাম। তখন তিনি ইরশাদ করলেন: "ছোট শিশুটি কোথায়, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো!" হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি দেখলাম (ইমাম) হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এলেন এবং প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রহমতভরা কোলে বসে গেলেন। দুই জাহানের সুলতান রাসূলে আকরাম হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের পবিত্র জিহ্বা তাঁর পবিত্র মুখে প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং তিনবার ইরশাদ করলেন: "হে আল্লাহ পাক! আমি তাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো এবং যে তাকে ভালোবাসে, তাকেও তুমি ভালোবাসো।" **(আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ: ৩০৪, হাদিস ১১৮৩ সংগৃহীত)**

উন দো কা সদকা জিন কো কাহা মেরে ফুল হে
কিজে রেযা কো হাশ মে হে খন্দাঁ মিছালে গুল

(হিদায়িকে বখশিশ, ৭৭ পৃ:)

শব্দার্থ: খান্দাঁ: হাস্যোজ্জ্বল, মুচকি হাসি অবস্থায়। **মিছালে গুল:** ফুলের মতো।

www.dawateislami.net

অর্থাৎ, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনাকে সেই দুটি ফুলের ওয়াস্তা দিচ্ছি, যাদেরকে আপনি নিজের দুটি ফুল বলেছেন। কিয়ামতের দিন যখন আহমদ রেযা উঠবে, তখন যেন সে ফুলের মতো হাস্যোজ্জ্বল হয়।

হায়! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর সদকায় আমাদের হকেও এই দোয়া কবুল হোক। আমরা হাসানাইন কারীমাঈন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا, আলা হযরত এবং সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن-এর দরবারের ফকির। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাদেরই ফকির বানিয়ে রাখুক।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয়কে বলেছেন যে, এরা দুজন আমার ফুল। **(বুখারী, ২/৫৪৭, হাদিস: ৩৭৫৩)** তাই আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসটি তার মাকতায় (কবিতার শেষ শ্লোক যেখানে কবি তার উপনাম ব্যবহার করেন) ব্যবহার করেছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মহান শাহজাদার বরকতময় জন্ম (Blessed Birth)

হযরত ইমামে আলী মকাম, ইমামে হুমাম, ইমামে আরশ মকাম আবু মুহাম্মদ হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর বরকতময় জন্ম (Birth) ১৫ই রমযানুল মুবারক ৩ হিজরীতে হয়েছিল। **(আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ, ৬/৩৫২)** তাঁর পবিত্র নাম: হাসান, কুন্নিয়াত: আবু মুহাম্মদ এবং উপাধি (অর্থাৎ Titles): তাকি, সৈয়্যদ, সিবতে রাসূলুল্লাহ এবং সিবতে আকবর। তাঁকে রাইহানাতুর রাসূল (অর্থাৎ রাসূলের ফুল)ও বলা হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রতিচ্ছবি

খাদিমে নবী হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, (ইমাম) হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর চেয়ে বেশি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। **(বুখারী, ২/৫৪৭, হাদিস: ৩৭৫২)**

শফক্বতে মুস্তফা, মারহাবা! মারহাবা!

হে আশিকানে সাহাবা ও মুস্তফা! নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, আমাদের আক্বা ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -কে অনেক ভালোবাসতেন। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -কে কখনো স্নেহের কোলে (অর্থাৎ পবিত্র কোলে) তুলে নিতেন, কখনো পবিত্র কাঁধে নিয়ে ঘর থেকে বাইরে তাশরীফ আনতেন। কখনো তাঁকে দেখার জন্য ও আদর করার জন্য সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا -এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -ও তাঁর সাথে এতটাই ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন যে, কখনো নামায পড়া অবস্থায় তাঁর পবিত্র পিঠে উঠে যেতেন।

কিয়া বাত রেযা উস চামানিস্তানে করম কি
যাহরা হে কলি জিস মে হোসাইন অর হাসান ফুল

(হিদায়িকে বখশিশ, ৭৯ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর প্রতি হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত বারা ইবনে আযিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি দেখেছি যে, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (ইমাম) হাসান বিন আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا -কে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করছিলেন: "اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اُحِبُّهٗ فَاَحِبَّهٗ" অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! আমি তাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো। **(তিরমিযী, ৫/৪৩২, হাদিস: ৩৮০৮)**

রাকিবে দো'শে শাহিনশাহে উমাম ফাতেমা কে লাল হায়দার কে পিসার!
ইয়া হাসান ইবনে আলী! কর দো করম! আপনি উলফত দো মুঝে দো আপনা গম

(ওয়াসায়িলে ফিরদাউস, ৩৭ পৃ:)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহর রাস্তায় সদকা ও খয়রাত

রাসূল দৌহিত্র, ইমামে আলী মকাম, ইমামে আরশ মকাম হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর মহান গৃহে এক ফকির মদীনা পাকের গলি দিয়ে উপস্থিত হলেন, দরজায় কড়া নাড়লেন এবং কয়েকটি কবিতা পড়লেন যার অনুবাদ নিম্নরূপ: যে আপনার কাছে আশা রেখেছে এবং যে আপনার দরজায় কড়া নেড়েছে (অর্থাৎ নক করেছে) সে কখনো নিরাশ হয়নি, আপনি দানশীল ও দাতা, বরং দানশীলতার ঝর্ণা। ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঘরে নামায পড়ছিলেন, নামায আদায় করে দরজায় তাশরীফ আনলেন এবং দেখলেন সামনে এক গ্রাম্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে যার চেহারায় দারিদ্র্য ও ক্ষুধার চিহ্ন ছিল। হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার

www.dawateislami.net

গোলাম "কানবার" رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -কে বললেন: আমাদের খরচের মধ্যে কত মাল বাকি আছে? তিনি আরয করলেন: দুইশ দিরহাম আছে যা আপনার হুকুম অনুযায়ী আপনার পরিবারের উপর খরচ করার জন্য রাখা হয়েছে। তিনি বললেন: যাও, সব নিয়ে এসো কারণ সেই ব্যক্তি এসেছে যে এই মুহূর্তে আমার পরিবারের লোকদের চেয়ে এই দিরহামগুলোর বেশি মুখাপেক্ষী।

সুতরাং, তিনি সেই দিরহামগুলো সেই ফকিরকে দান করে দিলেন এবং বললেন: এগুলো নাও এবং এগুলো কম হওয়ার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই, কারণ আমাদের সর্বাবস্থায় মেহেরবানী করার হুকুম আছে। এগুলো কম, যদি বেশি থাকত তবে সেগুলোও তোমাকে দিয়ে দিতাম। ফকির দিরহামগুলো নিল এবং তাঁকে দোয়া দিতে দিতে খুশিমনে বিদায় নিল। **(ইবনে আসাকির, ১৪/১৮৫ সংক্ষেপিত)**

দেয় আলী আসগর কা সদকা সরওয়ারা
পেয়কেরে জুদ ও সাখা ফরিয়াদ হে
মুফলিস ও নাচার ওয়া খসতাহ হাল হু
মাখযনে জুদ ও আতা ফরিয়াদ হে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৮৭ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحَانَ الله! হযরত ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর দানশীলতা। তাঁর পুরো পরিবারই দানশীল। তাদের নানাজান নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মুখে কখনো “না” ছিল না। যা চাওয়া হতো তা-ই দান করে দিতেন, "না" বলতেন না। যাকে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার কবিতায় এভাবে বর্ণনা করেছেন:

www.dawateislami.net

ওয়াহ কিয়া জুদ ও করম হে শাহে বাতহা তেরা
নেহী শুনতা হি নেহী মাঙ্গনে ওয়ালা তেরা

(হেদায়িকে বখশিশ, ১৫ পৃ:)

অর্থাৎ, যে কেউ চাইতে আসত, তাকে তিনি এটা বলতেন না যে "নেই", বরং যা কিছু থাকত তা-ই দান করে দিতেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বিতীয় শাহজাদার পরিচয়

সুলতানে কারবালা, সৈয়্যদুশ শোহাদা, ইমামে আলী মকাম, ইমামে আরশ মকাম, ইমামে হুমাম, ইমামে তিশনাকাম, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর পবিত্র নাম হোসাইন, উপনাম: আবু আব্দুল্লাহ এবং উপাধি (অর্থাৎ Titles): সিবতে রাসূলুল্লাহ এবং রাইহানাতুর রাসূল (অর্থাৎ রাসূল পাকের ফুল)। তাঁর বরকতময় জন্ম (অর্থাৎ Birth) হিজরতের চতুর্থ বছরে (4th year) ৫ (Five) শাবান শরীফে মদীনা মুনাওয়ারায় হয়েছিল। হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর পবিত্র নাম "হোসাইন" এবং "শাব্বীর" রেখেছিলেন এবং তাঁকে নিজের পুত্র বলেছেন। **(আসাদুল গাবাহ, ২/২৫-২৬ সংক্ষেপিত)**

গুটি, আযান ও আকিকা

আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর ডান (Right) কানে আযান দিয়েছিলেন, বাম (Left) কানে তাকবীর পড়েছিলেন, নিজের পবিত্র মুখ থেকে গুট্টি দান করে দোয়া দ্বারা ধন্য করেছিলেন। **(আসাদুল গাবাহ, ২/২৫ সংক্ষেপিত)**

www.dawateislami.net

আমাদের সমাজের কিছু লোকেরা সন্তানের নাম রাখতে তাড়াহুড়া করে, অথচ মুস্তাহাব হলো সন্তানের নাম সপ্তম দিনে রাখা এবং সপ্তম দিনে আকিকাও করা।

নবী দৌহিত্রের ইবাদত

হে ইমামে হোসাইনের আশিকরা! আমাদের আক্বা ও মাওলা, শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ অনেক বড় ইবাদতকারী, পরহেযগার, বেশি বেশি সিজদাকারী ছিলেন। যেমন, আশুরার রাতে (অর্থাৎ দশই মুহররমের রাতে) ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হযরত আব্বাস আলামদার رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ-কে (যিনি তাঁর ভাই ছিলেন) ইরশাদ করলেন: কোনোভাবে এই লড়াইটা কাল পর্যন্ত স্থগিত (অর্থাৎ কাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া) হোক এবং আজকের রাতটা আমাদের আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য মিলে যাক। আল্লাহ পাক খুব ভালো জানেন যে, আমি নামায, কুরআন তিলাওয়াত, অধিক পরিমাণে (অর্থাৎ খুব বেশি) দোয়া চাওয়া এবং ইস্তিগফার করা খুব পছন্দ করি। **(আল-কামিল ফিত তারিখ, ৩/৪১৫)**

اَللّٰہُ اَکْبَرُ! আমরা সাহাবা ও আহলে বাইতের প্রেমিক এবং বিশেষ করে ইমাম হোসাইনের প্রেমিকদের জন্য এটা চিন্তার বিষয় যে, আমাদের পক্ষে ফজরে ওঠা সম্ভব হয় না, আর আমাদের ইমামের সামনে শত্রুদের দুষ্ট বাহিনী উপস্থিত, যারা রক্তের পিয়াসী, পানি মিলছে না, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অবস্থায় নামাজের প্রতি কেমন আগ্রহ? চাইছেন যে, আরও একটি রাত পাওয়া যাক যাতে নিজের রবের ইবাদত করতে পারেন। সত্যি কথা হলো, ভালোবাসাই আনুগত্য করিয়ে থাকে। হায়! আমাদের যদি প্রকৃত ভালোবাসা মিলে যেত যে, আমরাও আনুগত্য করতাম, তাদের অনুসরণ

www.dawateislami.net

করতাম। ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক নেককার, পরহেযগার এবং সিজদাকারী ছিলেন। তাঁর আম্মাজান বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ও অনেক ইবাদতকারী ছিলেন, এই পুরো পরিবারটি আমাদের জন্য গর্বের সম্পদ। আমরা তাঁদের ইবাদতের সদকা চাই যে, আল্লাহ পাক আমাদেরও ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর ইবাদতের সদকা নসীব করুক, আমাদেরও যেন নামায, তিলাওয়াত, যিকির ও আযকার এবং দরূদ ও সালামে মন বসে যায়।

চিন্তা করুন! দশই মুহররমের রাত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর বাহ্যিক জীবনের শেষ রাত ছিল, কিন্তু আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের ইবাদতের প্রতি এমন আগ্রহ যে, ঠিক শাহাদাতের সময়ও তিনি আল্লাহর দরবারে সিজদারত অবস্থায় ছিলেন। হায়! আমরাও যদি ইবাদত করতাম, কারবালার শহীদদের ইছালে সাওয়াবের জন্য নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর জন্য আল্লাহর রাস্তায় সফর করতাম, খুব বেশি বেশি সুন্নাত শিখতাম এবং শেখাতাম। হায়! আমরা ইমাম হোসাইনের গোলামরাও যদি ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইবাদত ও রিয়াযতে আমাদের জীবনের দিন-রাত অতিবাহিত করতাম। মনে রাখবেন! হাদিস শরীফে রয়েছে: বান্দা তারই সাথে থাকবে যাকে সে ভালোবাসে। **(বুখারী, ৪/১৪৭, হাদিস: ৬১৬৯)** যদি আমরা মুখে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর সাথে ভালোবাসার দাবি করি কিন্তু তাঁর পবিত্র জীবনকে গ্রহণ না করি, তাহলে আমাদের ভালোবাসার প্রতি চ্যালেঞ্জ হতে পারে। তবে, যার সাথে ভালোবাসা রাখা হয়, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্তর। হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর পবিত্র চেহারায় তার নানাজান আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত দাড়ি শরীফ

www.dawateislami.net

সাজিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর পিতা হযরত মাওলা আলী মুশকিল কুশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এরও ঘন (অর্থাৎ ভরা) দাড়ি শরীফ ছিল। এখন আমরা চিন্তা করি, আমরা কেমন আহলে বাইতের প্রেমিক এবং হাসনাইনে কারীমাইন (অর্থাৎ ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) এর অনুসারী যে, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর পবিত্র জীবনের শেষ ফজরের নামায তাঁর তাঁবুতে জামাতের সাথে আদায় করেছিলেন, যখন শত্রুরা চারদিক থেকে তলোয়ার চমকাচ্ছিল এবং বর্শা ও ঢাল তুলে ধরেছিল। আহলে বাইতে আতহার عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان -এর আসল ভালোবাসা হলো তাদের অনুসরণ করার মধ্যে। ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর পবিত্র জীবন থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, আমাদেরও পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করা উচিত এবং সময় এলে দ্বীনের জন্য সব ধরনের কুরবানী পেশ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। আল্লাহ পাক আমাদের সাহাবা ও আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین -এর সত্যিকার ও প্রকৃত ভালোবাসা নসীব করুক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দ্বীন কে খিদমত কা জযবা দিযিয়ে সদকা নানাজান কা ফরয়াদ হে
সুন্নাতো কি হার তারাফ আয়ি বাহার সদকা মেরে গাউস কা ফরিয়াদ হে
ইয়া শহীদে কারবালা ফরিয়াদ হে নূরে আইনে ফাতেমা ফরিয়াদ হে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৮৬, ৫৮৮ পৃ:)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আহলে বাইতের ভালোবাসা

আল্লাহ পাক আমাদের আহলে বাইতে আতহার এবং সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین-এর ভালোবাসায় সিক্ত রাখুক, তাঁদের ইশক রাত-

www.dawateislami.net

দিন আমাদের ব্যাকুল রাখুক, আমাদের হৃদয়ে তাঁদের ভালোবাসা বাড়তে থাকুক, কারণ সাহাবা ও আহলে বাইতের ভালোবাসা আমাদের ঈমানের অংশ। এতে কমতি নয়, বরং বৃদ্ধি হওয়া উচিত। যেখানেই সাহাবা ও আহলে বাইতে কেরামের বিষয় আসবে, সেখানে আমাদের চোখ বন্ধ থাকুক। "আমরা মানার লোক, ভাবার লোক নই" অর্থাৎ আমরা মান্যকারী, চিন্তাকারী নই। আমরা তাঁদের গোলাম, গোলাম তার মুনিবের উপর কিভাবে আঙুল তুলতে পারে এবং মুনিবের ব্যাপারে কিভাবে মন্দ চিন্তাভাবনা করতে পারে! মুনিব তো মুনিবই। আমাদের চিন্তাধারা ও আমাদের জ্ঞান এতটুকু কোথ থেকে যে, মুনিবদের কথা বুঝতে পারবে।

কেইসে আক্বায়োঁ কা বান্দা হো রেযা বোল বালে মেরি সরকারোঁ কে

(হেদায়িকে বখশিশ, ৩৬০ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আশুরার দিনের ইতিহাস পুরনো

হে সাহাবা ও আহলে বাইতের প্রেমিকেরা! মুহররম শরীফের দশ তারিখ (অর্থাৎ আশুরার দিন)-কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আশুরার দিনে ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর শাহাদাতের সাথে সাথে এই দিনটির ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে। জাহিলিয়াতের যুগেও কুরাইশরা আশুরার রোযা রাখত, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-ও এই দিনের রোযা রাখতেন। **(বুখারী, ১/৬৫৬, হাদিস: ২০০২)** কোনো এক সময় এই দিনেই কাবা শরীফের গিলাফ পরিবর্তন করা হতো। **(বুখারী, ১/৫৩৬, হাদিস: ১৫৯২)** কিছু সময় আগে যিলহজ্বে পরিবর্তন হতো, আজকাল নতুন বছরের ক্ষেত্রে কাবা শরীফের গিলাফ মুহররম শরীফের প্রথম তারিখে পরিবর্তন করা হয়।

www.dawateislami.net

মুসলমানদের মধ্যে আসল (অর্থাৎ নতুন বছরের শুরু) এটাই (মুহররম শরীফের প্রথম তারিখ থেকে)। কিন্তু এখন মুসলমানদের মধ্যে এটার তেমন গুরুত্ব নেই।

আশুরার দিনটি কিভাবে কাটাবেন...?

হযরত ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে আলী জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দশই মুহররম খুব মহিমান্বিত দিন, তাই উচিত যে, যতদূর সম্ভব ভালো কাজ করা। কল্যাণের এই মৌসুমগুলোকে গণিমত মনে করো এবং উদাসীনতা (Heedlessness) থেকে বাঁচো। **(আত-তাবসিরাহ লি ইবনে জাওযী, ২/৮)** তাই এই নেক কাজগুলো করুন: (১) আশুরার রোযা রাখুন এবং এর সাথে নবম বা একাদশ মুহররম শরীফের রোযাও মিলিয়ে নিন। **(মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ১/৫১৮, হাদিস: ২১৫৪ সংগৃহীত)** (২) হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর মহান বাণী হলো: আশুরার দিনে যে এক হাজার বার সূরা ইখলাস অর্থাৎ قُلْ هُوَ الله শরীফ পুরো সূরা পড়বে, তার দিকে রহমান (অর্থাৎ আল্লাহ পাক) দৃষ্টি দান করবেন এবং যার দিকে রহমান দৃষ্টি দেন তাকে কখনো আযাব দিবেন না। **(আন-নূর ফী ফাযাইলিল আইয়াম ওয়াশ শুহুর, পৃ: ১২৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর আশুরার আমল

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর পুত্র শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর ঘরে বছরে দুটি মাহফিল হতো: (১) মিলাদের মাহফিল (২) ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর

www.dawateislami.net

শাহাদাতের মাহফিল। দ্বিতীয় মাহফিলের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেন: এই মাহফিল আশুরার দিনে বা তার একদিন আগে হতো (এতে) চার-পাঁচশ এবং কখনো এক হাজার পর্যন্তও লোক জমা হতো এবং সবাই মিলে দরূদ শরীফ পড়ত। অতঃপর হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا - এর শানে হাদিস শরীফে বর্ণিত ফযিলতগুলো বয়ান করতেন। তারপর কুরআন করীমের খতম করা হতো এবং পাঞ্জ আয়া (পাঁচ আয়াত) আমাদের দেশে আজও লোকেরা পড়ে, যখন ফাতেহা দেওয়া হয় তখন এই পাঁচ আয়াত) পড়ে খাবারের জিনিস যা কিছু থাকত, তার উপর ফাতেহা দেওয়া হতো। শাহ আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -ও আশুরার দিন পালন করতেন এবং ইছালে সাওয়াব ও নিয়ায ইত্যাদিও করতেন।

(ফতোওয়ায়ে আযীযী, ১/১০৪ সামান্য পরিবর্তনে)

আশুরার দিনের রোযা

আশুরার রোযা এক সময় ফরয ছিল, পরে রমযানের রোযা দ্বারা এর ফরয হওয়া রহিত (Cancel) হয়ে যায়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/১৮০)** এখন আশুরার রোযা রাখা ফরয নয়, কিন্তু এই দিনের রোযা রাখার অনেক সাওয়াব রয়েছে। এই বিষয়ে দুটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শুনুন:

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি বাণী

(১) আমার আল্লাহ পাকের উপর ভালো ধারণা আছে যে, আশুরার রোযা এক বছর আগের গুনাহ মিটিয়ে দেয়। **(মুসলিম, পৃ: ৪৫৪, হাদিস: ২৭৪৬ সংগৃহীত)** (নবীদের ধারণা নিশ্চিতের স্তরে থাকে) **(নুযহাতুল ক্বারী, ১/৬৭৫)**

www.dawateislami.net

(২) আশুরার রোযা এক বছরের রোযার সমান।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৮/৩৮১, হাদিস: ২২৬৭৯)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হলো: আশুরার দিনে রোযা রাখো এবং এতে ইহুদীদের সাথে বিরোধিতা করো।

(মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ১/৫১৮, হাদিস: ২১৫৪)

এখানে বিরোধিতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আশুরার দিনের আগে বা পরে একদিনের রোযা রাখো, কারণ আশুরার দশ তারিখে এই লোকেরা রোযা রাখে, তাই আমরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাব যে, আমরা দুই দিনের রোযা রাখব, আগে বা পরে। নয়-দশ বা দশ-এগারো তারিখে রাখব, এভাবে তাদের বিরোধিতা করলে আমাদের পদ্ধতির পরিবর্তন হয়ে যাবে। একইভাবে নয়-দশ বা দশ-এগারো মুহররমের রোযাও রাখবে।

বাহ্যিকভাবে নববী যুগে আশুরার রোযা

হযরত রুবাইয়ি' বিনতে মুআওভীয رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আশুরার দিনে আনসারদের বসতিতে খবর পাঠালেন, যে (ব্যক্তি) সকালে এমন অবস্থায় উঠেছে যে সে রোযাদার নয়, সে বাকি দিন রোযাদারের মতো থাকবে এবং যে সকালে এমন অবস্থায় উঠেছে যে সে রোযাদার, সে রোযাই থাকবে। এরপর আমরা আশুরার রোযা রাখতাম এবং বাচ্চাদেরও রাখাতাম এবং তাদের জন্য উলের খেলনা বানিয়ে দিতাম। যখন কোনো শিশু খাবারের জন্য কাঁদত, তখন সেই খেলনা তাকে দিয়ে দিতাম যতক্ষণ না ইফতারের সময় হতো। **(বুখারী, ১/৬৪৫, হাদিস: ১৯৬০)**

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! হযরত রুবাইয়ি' বিনতে মুআওভীয رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا সেই সম্মানীতা সাহাবিয়া যার আব্বাজান হযরত মুআওভীয رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরত মুয়ায رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর সাথে মিলে ছোট বেলায়

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক বড় শত্রু আবু জাহেলকে জাহান্নামে প্রেরণ অর্থাৎ হত্যা করেছিলেন, যে মুসলমানদের যিম্মি করে রেখেছিল। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে যখন তার মৃত্যুর খবর এল, তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শোকরানার সিজদা আদায় করেছিলেন।

উপরে বর্ণিত বুখারী শরীফের হাদিস শরীফ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, রমযানুল মুবারকের ফরয হওয়ার আগে আশুরার রোযা ফরয ছিল।

বাচ্চাদেরও ছোটবেলা থেকে ভালো অভ্যাস করান

"শরহে ইবনে বাত্তাল"-এ আছে: উলামায়ে কেরামের এই বিষয়ে ঐক্যমত আছে যে, ইবাদত ও ফারায়েয বালিগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরই আবশ্যক হয়ে থাকে, কিন্তু অনেক উলামায়ে কেরাম এই বিষয়টিকে মুস্তাহাব বলেছেন যে, বাচ্চাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য, তাদের ইবাদত ও রোযার বরকত হাসিল করানোর জন্য এই ইবাদতগুলো করানো হোক যাতে তাদের অভ্যাস হয়ে যায় এবং বালিগ হয়ে যাওয়ার পর তাদের জন্য এই ইবাদতগুলো করা সহজ হয়। **(শরহে ইবনে বাত্তাল, ৪/১০৭)** মনে রাখবেন, যদি আমরা বাচ্চাদের নফল রোযা রাখাই এমনকি ফরয রোযাও রাখাই এবং বাচ্চারা খাবার চায় এবং কান্না করে, তাহলে তাদেরকে খাওয়াতে হবে, এই আমলটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এবং এজন্যও যে তার উপর রোযা ফরযই নয়। একইভাবে মুহররম শরীফের রোযাও বাচ্চাদের মারধর করে জোর করে রাখানো যাবে না। হ্যাঁ, তাদেরে আদর দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, উপহারের দিয়ে সত্যিকার ওয়াদা করে যেমন আপনি রোযা রাখলে আজ আমরা আপনাকে এই ডিশ খাওয়াব বা আপনাকে অমুক খেলনা এনে দেব,

www.dawateislami.net

যদি একশ ভাগ (**Hundred percent**) সত্যিই নিয়্যত থাকে যে আপনি খেলনা এনে দিবেন বা যে ডিশ বলছেন তা বানিয়ে দিতে হবে, তাহলে এরকম বলতে কোন অসুবিধা নেই। এবং এভাবে اِنْ شَآءَ الله তার মনমানসিকতা তৈরি হবে এবং সে রোযা রেখে নিবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আশুরার রোযা মাগফিরাতের কারণ হয়ে গেল

আশুরার রোযার গুরুত্বের বিষয়টি এখান থেকে অনুমান করুন যে, এক আলিম সাহেবকে স্বপ্নে দেখা গেলে স্বপ্নদ্রষ্টা জিজ্ঞাসা করলেন: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কী আচরণ করেছেন? তিনি বললেন: ৬০ বছর ধরে আশুরার রোযা রাখার বরকতে আমাকে মাগফিরাত করা হয়েছে। **(লাতায়িফুল মাআরিফ, পৃ: ৫৭)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! এই যুগেও এমন অনেক লোক পাওয়া যাবে যারা বছরের পর বছর ধরে আশুরার রোযা রেখে আসছেন। আমি নিজের কথা বললে, জানি না কবে থেকে আমি আশুরার রোযা রাখার সৌভাগ্য হাসিল করছি, যতদূর মনে হয়, হয়তো আমারও ষাট বছর হয়ে গেছে। দাওয়াতে ইসলামীর লক্ষ লক্ষ ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা আশুরার রোযা রাখে, যারা দাওয়াতে ইসলামীতে নেই, সেই মুসলমানদেরও এক বিশাল সংখ্যা আশুরার রোযা রাখে। দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে আশুরার রোযা রাখার জন্য নিয়মিত তাকিদ দেওয়া হয় এবং ফয়যানে মদীনায় সাহরির ব্যবস্থাও হয়ে থাকে। এটা অনেক বড় ফযিলতের দিন, যদি অপারগতা না থাকে তবে এর রোযা ছাড়া উচিত নয়।

www.dawateislami.net

আশুরার খয়রাতের বরকত

আশুরার দিনে (অর্থাৎ দশই মুহররম শরীফে) 'রাঈ' দেশে (রাঈকে আজকাল তেহরান বলা হয়, এটি ইরানের রাজধানী) কাযীর কাছে এক ফকির (Poor man অর্থাৎ গরীব লোক) এসে বলল: আমি এক খুব গরীব এবং পরিবার ওয়ালা লোক, আপনাকে আশুরার দিনের ওয়াস্তা দিচ্ছি! আমার জন্য দশ কেজি আটা, পাঁচ কেজি গোশত এবং দুই দিরহামের ব্যবস্থা করে দিন। কাযী (Judge) যোহরের পর আসতে বললেন। যখন ফকির অর্থাৎ সেই গরীব লোকটি নির্ধারিত সময়ে এল, তখন তাকে আসরের সময় আসতে বলা হলো। সে আসরের পর পৌঁছাল, তবুও কাযী কিছুই দিলেন না, খালি হাতেই বিদায় দিলেন। সেই গরীব লোকটির দিল ভেঙে গেল। সে দুঃখিত হয়ে এক অমুসলিমের কাছে পৌঁছাল এবং তাকে বলল: আজকের পবিত্র দিনের খাতিরে আমাকে কিছু দাও। সে জিজ্ঞাসা করল: আজ কোন দিন? ফকির বলল: আশুরা, এবং আশুরার কিছু ফযিলত বয়ান করল যা শুনে সে বলল: আপনি খুব মহিমান্বিত দিনের ওয়াস্তা দিয়েছেন, আপনার প্রয়োজন বলুন! গরীব লোকটি তার প্রয়োজন জানাল। সেই ব্যক্তিটি দশ বস্তা গম, একশ কেজি গোশত এবং বিশ দিরহাম পেশ করে বলল: এগুলো আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য জীবনভর প্রতি মাসে এই দিনের ফযিলত ও মহিমার ওয়াস্তায় নির্ধারণ করলাম, অর্থাৎ এগুলো প্রতি মাসে দিব। রাতে কাযী সাহেব স্বপ্নে দেখলেন যে কেউ বলছে: চোখ তুলে দেখ! যখন চোখ তুললেন, তখন দুটি আলীশান মহল (Luxurious palace) দেখতে পেল, একটি রূপা ও সোনার ইটের (Gold bricks) এবং অন্যটি লাল ইয়াকুত অর্থাৎ লাল মুক্তার। কাযী জিজ্ঞাসা করলেন: এই দুটি কার? জবাব এল: যদি তুমি

www.dawateislami.net

সেই গরীবের অভাব পূরণ করতে, তাহলে এ দুটি তোমাকে দেয়া হতো, কিন্তু যেহেতু তুমি তাকে (খালি হাতে) ফিরিয়ে দিয়েছিলে, তাই এখন এই দুটি অমুক অমুসলিমের জন্য। কাযী সাহেবের চোখ খুললে তিনি খুবই অবাক হলেন। সকাল হলে খুঁজতে খুঁজতে সেই অমুসলিমের কাছে পৌঁছালেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: গতকাল তুমি কোন "নেকী" করেছ? সে জিজ্ঞাসা করল: আপনি কিভাবে জানলেন? কাযী তার স্বপ্ন শোনালেন এবং প্রস্তাব পেশ করলেন যে আমার কাছ থেকে এক লাখ দিরহাম নিয়ে নাও এবং গতকালের "নেকী" আমাকে বিক্রি করে দাও। সেই অমুসলিম বলল: আমি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ নিয়েও এটি বিক্রি করব না, আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহ অনেক প্রশস্ত। এই কথা বলার পর সে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। **(রওযুর রিয়াহীন, পৃ: ২৭৫) (মুহররমের ফযিলত, পৃ: ১)** আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক আর তার সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রতীয়মান হলো! আশুরার দিনে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা বড় ফযিলতের কাজ। মুসলমান কাযী সেই গরীবকে শুধু শুধু হয়রানি করলেন যে, যোহরের পর এসো, আসরের পর এসো, তবুও তাকে কিছু দিলেন না আর অবশেষে ফিরিয়ে দিলেন, তাতে তার দিল ভেঙে গেল। অতঃপর সে এক অমুসলিমের কাছে পৌঁছাল, সেই অমুসলিম চাওয়ার চেয়ে বেশি দিয়ে দিল এবং এভাবে সে ঈমানের দৌলত পেয়ে গেল।

আশুরার রাতে আল্লাহর রাস্তায় মন খুলে খরচ করাও উচিত এবং এই দিন ও রাত নেকীর মাধ্যমে অতিবাহিত করা হোক। যেমন ফয়যানে

www.dawateislami.net

মদীনায় কাটান। আপনি এদিক-ওদিক গেলে গুনাহভরা পরিবেশ পাবেন, আজব প্রকৃতির কিছু লোকেরা গলায় ঢোল ঝুলিয়ে বাজায়, লাফায়, নাচানাচি এবং হৈ-হুল্লা করে। এইভাবে বলা যায় যে, চারদিকে গুনাহ ও পাপ অর্থাৎ গুনাহভরা কাজ থাকে। যদি ঘুরাঘুরি করার নিয়্যত থাকে তবে নিজের নিয়্যত সংশোধন করে নিন, আমি আপনার ভালোর জন্যই বলছি, বাইরে গিয়ে গুনাহ ছাড়া ফেরা মুশকিল। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নিরাপদ রাখুক। এবং আমাদের যেসব মুসলমান ভাইয়েরা এই গুনাহে পড়ে আছে তাদেরও তাওবা নসীব করুক এবং সবাই যেন মসজিদে চলে আসে, আল্লাহ পাকের ইবাদত করে, এটা ঈমান সতেজকারী বরকতময় দিন। এই দিনে আল্লাহ পাকের ইবাদত করলে আল্লাহ পাক খুশি হয়ে হয়তো আমাদের মাগফিরাত করে দিবেন, আমাদেরকে জান্নাতের নেয়ামত নসীব করে দিবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়া: ১
দরূদ শরীফ না পড়ার পরিণতি..... ১
হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মর্যাদা ২
মহান শাহজাদার বরকতময় জন্ম (Blessed Birth)..... ৩
প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর প্রতিচ্ছবি..... ৪
শফক্বতে মুস্তফা, মারহাবা! মারহাবা! ৪
হযরত হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর প্রতি হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা..... ৫
আল্লাহর রাস্তায় সদকা ও খয়রাত..... ৫
দ্বিতীয় শাহজাদার পরিচয় ৭
গুটি, আযান ও আকিকা ৭
নবী দৌহিত্রের ইবাদত ৮
আহলে বাইতের ভালোবাসা ১০
আশুরার দিনের ইতিহাস পুরনো..... ১১
আশুরার দিনটি কিভাবে কাটাবেন...? ১২
শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ -এর আশুরার আমল ১২
আশুরার দিনের রোযা ১৩
রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ২টি বাণী..... ১৩
বাহ্যিকভাবে নববী যুগে আশুরার রোযা ১৪
বাচ্চাদেরও ছোটবেলা থেকে ভালো অভ্যাস করান..... ১৫
আশুরার রোযা মাগফিরাতের কারণ হয়ে গেল ১৬
আশুরার খয়রাতের বরকত ১৭

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পুস্তিকা পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। مَاشَآءَ اللّٰه ! লাখো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই পুস্তিকা পড়ে বা শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ার ভাগিদার হয়ে থাকে। এই পুস্তিকাটি অডিওতে দাওয়াতে ইসলমীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net অথবা Read and listen Islamic book অ্যাপ্লিকেশন থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে। সাওয়াবের নিয়্যতে নিজে পড়ুন এবং নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বন্টন করুন।

(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net